প্রথম আলো

৭/৫/২০০২

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ... ১৮ ... কলাম ... ২ ...

মাগুরায় শিক্ষক প্রহার

দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে হবে

মাগুরার বাহারবাগ হাই স্কুলের সিনিয়র শিক্ষক আনন্দ কুমার ও সহকারী শিক্ষক আশুতোষ পালের অপরাধ, তারা এসএসসি পরীক্ষায় নকল করতে বাধা দিয়েছিলেন। শিক্ষকদ্বয় জানতেন না দেশে এখন শিক্ষার চেয়ে পেশিশক্তির মূল্য বেশি। অনেকেই এখন নকল করাকে তাদের অধিকার বলে মনে করে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়া এবং অনেক মহল থেকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে নকলের প্রতি সহানুভূতি থাকার কারণে নকলবাজরা দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠেছে। পরীক্ষায় নকল করতে না পারলে কি হবে, এই নকলবাজদেরই কয়েকজন আরো বড় শিক্ষা, অর্থাৎ মাস্তানির দীক্ষা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে শিক্ষকদের ওপর। তাও আবার এসএসসি পরীক্ষার দুমাস পরে! এতদিন হয়তো তারা মাস্তানির শিক্ষাটাকেই পোক্ত করছিল।

এ কেমন দেশে আমাদের বাস! শিক্ষকরা ভালো কাজ করলে মর্যাদা পাওয়ার বদলে তাদের ভাগ্যে জোটে অপমান। নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে একশ্রেণীর ছাত্র নামধারী মাস্তান শিক্ষকদের ওপর চড়াও হতেও পিছপা হয় না। তাদের শারীরিকভাবে নির্যাতন করে। হাত ভেঙে দেয়। ছিনিয়ে নেয় ঘড়ি, আংটি! এবং এই প্রতিহিংসা স্রেফ নকল করতে না দেওয়ার কারণে!

যারা নকল ধরছেন, তারা ছাত্র নামধারী গুণ্ডাদের টার্গেটে পরিণত হচ্ছেন। শুধু পরীক্ষার্থীই নয়, পরীক্ষার্থীর প্রভাবশালী আত্মীয় বা ক্যাডাররাও লাগছে তাদের পেছনে। সৎ শিক্ষকদের রক্ষা করতে পারছে না প্রশাসন। শিক্ষকরা নকল ধরবে এবং মার খাবে—এই অবস্থা যদি চলতে থাকে, তাহলে ভবিষ্যতে কোনো শিক্ষক কি আর নকল ধরতে উৎসাহী হবেন? আর শিক্ষকরা নকল ধরতে উৎসাহী না হলে উৎসাহ ভর করবে নকলবাজদের কাঁধে এবং পুরো দেশটাই হয়ে যাবে নকলের অভয়ারণ্য।

আমাদের দেশটি এ রকম অসভ্য একটি দেশে পরিণত হোক, সেটা আমরা চাই না। কিন্তু এই বিকৃত অসুস্থতা ও পেশিশক্তিকে দমন করতে না পারলে অত্যন্ত দ্রুতগতিতে আমাদের অধঃপতন ঠেকাতে পারবে না কেউ। ঠেকাতে হলে এই ছাত্র নামধারী দুর্বৃত্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়া একান্ত দরকার। এদের নাম বৃহস্পতিবারের প্রথম আলোয় আছে। আমরা চাই, পুলিশ এই দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করুক। ফৌজদারি আইনে বিচার করে এদের এমন শাস্তি দেওয়া হোক, যেন ভবিষ্যতে কেউ এ রকম অন্যায়, অসভ্য ও বর্বর আচরণ না করতে পারে।